ইত্তেফাক

তারিখ 09 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

চিঠিপত্র

নকল প্রতিরোধের পাশাপাশি স্কুলে পড়ানো নিশ্চিত করুন

শহর কিংবা গ্রাম যেখানেই হোক এ দেশের বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্র। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন বহু পরিবারের সন্তান লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সাম্প্রতিক সময়ে লেখাপড়ার ব্যয় বৃদ্ধিও পেয়েছে অস্বাভাবিক। সন্তানের স্কুলের ব্যয়ভার বহন করা বহু অভিভাবকের পক্ষে বিরাট বোঝা। তারপরও সন্তানদের লেখাপড়ার প্রতি অভিভাবকরা সদা সচেষ্ট। সরকারও শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষাখাতে বাজেট বৃদ্ধিসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করছেন। সরকার গৃহীত কার্যক্রম প্রশংসনীয়ও। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সরকারের নানা উদ্যোগ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে এক শ্রেণীর শিক্ষকের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কারণে। বেশিরভাগ স্কুলেই ক্লাসে ঠিকমতো পড়ানো হয় না। একদিকে নকল প্রতিরোধে জোর প্রচেষ্টা, অন্যদিকে স্কুলগুলোতে শিক্ষাদানের প্রতি অনাগ্রহ অভিভাবকদের হতাশাগ্রস্ত করে তুলছে। দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়ছে, তারা প্রাইভেটও পড়তে পারছে না।

রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় একটি স্কুলে পত্রলেখকের সন্তান পড়ে। ওই স্কুলের শিক্ষকরা স্কুলে পড়ানোর চেয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কোচিং সেন্টারে পড়ানোতে বেশি আগ্রহী। ক্লাসে একটি অংক বুঝিয়ে দেয়ার জন্য শিক্ষককে অনুরোধ করলে ওই শিক্ষক ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন, এটা কি কোচিং সেন্টার? তিনি হোমওয়ার্ক দেখেই তার সময় পার করে দেন। কোনদিন ইচ্ছে হলে একটা অংক করান না হয় করান না। শুধু অংক শিক্ষকই নন, সব বিষয়ের শিক্ষকই হোমওয়ার্ক দেয়া-নেয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেই শেষ করেন। সাম্প্রতিককালে গ্রেড প্রথা চালুর পর থেকে শিক্ষকদের কোচিং ব্যবসাটা বেশ জমে উঠেছে। বাংলা, সমাজ বিজ্ঞান, ধর্ম শিক্ষাসহ সকল বিষয়ে কোচিং-করতে শিক্ষার্থীরা দৌড়ছে। এ দৌড় ম্যারাথন দৌড়। এ দৌড়ের সুযোগটা লুফে নিয়েছে এক শ্রেণীর শিক্ষক, তারা কোচিং সেন্টার খুলে বসেছেন। ক্লাসে পড়ানোর প্রতি তাদের আগ্রহ নেই। স্কুলে পড়াশোনা না হওয়ায় সব শিক্ষার্থীকেই কোচিং এবং গৃহশিক্ষকের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। যার দরুন অভাবী ও দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা পিছিয়ে পড়ছে, তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সাফল্য লাভ দুরূহ ও কঠিন হয়ে পড়েছে।

এ অবস্থায় শিক্ষা বিভাগের কর্ণধারদের কাছে প্রস্তাব, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও ধনী-গরিব নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের মেধা-মনন বিকাশের স্বার্থে শুধু নকল প্রতিরোধের প্রতি সর্বশক্তি প্রয়োগ নয়, স্কুলগুলোতে যাতে পাঠ্যক্রম ভালোভাবে পড়ানো হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। স্কুলগুলোতে নির্ধারিত পুরো সিলেবাস ভালোভাবে পড়ানো হলে কিংবা শিক্ষকদের পড়াতে বাধ্য করানো গেলে কোন শিক্ষার্থীই নকল করবে না। অধিকাংশ স্কুলে পড়াশোনার মান খুব নিচু। বহু স্কুলে আদৌ পড়াশোনা হয় না। স্কুলে যাতে শিক্ষকরা পড়ানোর প্রতি যত্নবান হন, সেজন্য শিক্ষকদের প্রতি নজরদারী করতে হবে। শিক্ষা বিভাগ থেকে নিয়মিত পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে দেখতে হবে শিক্ষক কী পড়ান? কেমন পড়ান? ক্লাস থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিখেছে তা পরখ করতে হবে। ক্লাসে পড়ানোতে অবহেলা ফাঁকি রোধে শাস্তির বিধান রাখতে হবে। সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি অধ্যায় ক্লাসে পড়ানো নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য ঘন ঘন পরিদর্শন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। অন্যথায় শিক্ষার মান উন্নয়ন তথা শিক্ষা প্রসার ব্যাহত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

জনৈক অভিভাবক।